ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফবিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)

তরজমা

মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (ছাপড়া মসজিদ)

পরিচালক : খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া (গুলশানে আখতার)
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

সূচিপত্র

মূল কথার পূর্বে কিছু জরুরী কথা/৭

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের হক/১৭

আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আলামত/২০

তাক্ওয়া ফরয হওয়ার একটি রহস্য/২১

খুশী ও আনন্দের যিম্মাদারী/২২

'লা-ইলাহা'র মধ্যে গাইরুল্লাহ থেকে 'বিচ্ছিন্নতা'র স্বাদ/২৩

রূহ্ বালেগ হওয়ার আলামত/২৪

কোনও বয়ান-বক্তৃতা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের হক সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা দান অসম্ভব/২৬

আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের মধুরতা/২৮

ওলী হওয়ার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে/২৯

আল্লাহর ওলীদের গোলামী ও আনুগত্যের বরকতসমূহ/৩০

অকাট্য দলীল দ্বারা علم لدنی 'এল্মে-লাদুন্নী'র প্রমাণ/৩২

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ/৩৫

১নং- কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বত (সান্নিধ্য ও সম্পর্ক)/৩৫

২নং- ذکراللہ پر مداومت যিকিরের পাবন্দি/৩৬

৩নং- গুনাহ বর্জনে যুদ্ধরত থাকা/৩৭

৪নং- গুনাহের আসবাব-উপকরণ থেকে দূরে থাকা/৩৭

৫নং- সুন্নত তরীকার উপর অটল থাকা/৩৯

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

মূল কথার পূর্বে কিছু জরুরী কথা

বিশ্বকুতুব আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ) প্রায়ই তাঁর ওয়ায ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হামদ্ , মহব্বত, মা'রেফাত ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর না'ত ও গুণাবলী বিষয়ক কবিতা পড়িয়ে শোনেন। মাঝে-মধ্যে কখনো কোন ছন্দ-পদ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোকপাতও করে থাকেন। অদ্য উপস্থাপক যখন এই ছন্দটি পাঠ করলো –

تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا

اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے

উচ্চারণ: তেরী মর্যী-পে হার-আরযূ হো ফেদা

আওর দিল্-মেঁ ভী উছ্-কি না হাছ্রত রাহে।

আরযূ সব হোক উৎসর্গীত

তোমার মর্যী পরে

আরযূ ভঙ্গের আক্ষেপও না

থাকে মোর অন্তরে।

হযরত এই ছন্দটি প্রসঙ্গে বললেন, কাম্য পাপটি পূরণ না হওয়ার দরুন অন্তরে 'অপ্রাপ্তির যে বেদনা বা আক্ষেপ' জাগে, উর্দুতে তাকেই বলে 'হাছ্রত' । এটিও অন্যায়, অনভিপ্রেত। তাই পাপের আকাংখাগুলি কার্যকর করতে না পারার দরুন মনে মনে কোনরূপ আক্ষেপও না করা চাই। এজন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শুনুন। মনে করুন এক ব্যক্তি মেথরপট্টিতে থাকে। সর্বক্ষণ সে দুর্গন্ধ শুঁকতে থাকে। তার চতুর্পার্শ্বে শুধু

দুর্গন্ধই দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধে ভরা সেখানের বাতাস ও পরিবেশ। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সে সর্বাধিক দামী ও উন্নত মানের সুগন্ধময় আতর আগরকাঠ-নিসৃত উদ ও শামামার ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পৌঁছলো কোন কাজ উপলক্ষে। অবশেষে সেখানে তার চাক্‌রিও ঠিক হয়ে গেল। কিছু দিন পর ঐ সুগন্ধি পরিবেশে থাকার ফলে তার রুচি, মনন ও অনুভূতি এতটা সুবাসপ্রিয় হয়ে গেল যে, অতীতের দুর্গন্ধপূর্ণ পরিবেশের কথা মনে পড়লে তার মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে : হায়, আমি ইতিপূর্বে কোথায় পড়ে ছিলাম ....মেথরপট্টিতে .....পায়খানার অসংখ্য বালতির মধ্যে ..... বিশ্রী ময়লার ডিপোর মধ্যে ! কেন আরো আগেই আমি গুলশান-গুলিস্তানের মত কোন সুরুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতম পরিবেশে বাড়ী করলাম না? ঠিক তদ্রূপ, যেই পাপিষ্ঠ লোকটি আল্লাহ্‌র ওলীদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন সেই নূরান্বিত সুবাসিত পরিবেশের বরকতে তার মধ্যে এক অনুতাপ-অনুশোচনা জেগে ওঠে যে, হায়! এত কাল আমি নানাবিধ পাপাচারের বিশ্রী ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ডে কোথায় ডুবেছিলাম, কোথায় কি সব গলিজ ও পচা-গলার মধ্যে পচে-পচে শেষ হচ্ছিলাম।

বস্তুত: তার এই সুন্দর অনুভূতিই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরের নাসিকা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের খোশ্‌বূ পেয়ে গেছে। আল্লাহ্‌প্রেমিক ও আল্লাহ্‌র বন্ধুদের যওক ও রুচি-মনন তার নসীব হয়ে গেছে। অতএব, না কোন গুনাহের প্রতি তার 'লালিত আকাংখা' আছে, না কোন পাপের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ফলে কোনরূপ আক্ষেপ বা বেদনাবোধ আছে। আলহামদুলিল্লাহ্, গুনাহ্ ত্যাগের পর 'মনস্তাপ ও আক্ষেপ' থেকেও যে মুক্ত হওয়া সম্ভব, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ, কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ ধারণাই জাগে যে, কষ্ট করে গুনাহ্ ত্যাগ করে দিতে পারলেও 'বেদনাবোধ ও আক্ষেপ' দূর হওয়া খুবই কঠিন মনে হয়।

আমার বন্ধু! আল্লাহ্‌পাক যখন তাক্‌ওয়া ও আনুগত্যের জন্য কবূল করে নেন তখন মেযাজ বদলে যায়, যওক ও রুচি-অনূভূতি পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার মোর্শেদ শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ) বলতেন, ভাই, যখন ঠাণ্ডা অনুভব হয়, শীতে কাঁপতে থাক, তখন এক পেয়ালি গরম চা পান